শামসুন নাহার হলের ঘটনাটি পরিকল্পিত

ষড়যন্ত্র!

কার দোষ কার ঘাড়ে চাপানো হচ্ছে

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শামসুন নাহার হলের প্রভোস্ট এবং হাউস টিউটরদের মধ্যে দ্বন্দ্ব কিভাবে ছাত্রীদের সংঘাতের দিকে ঠেলে দেয় এবং এই ঘটনাটিকে কিভাবে রাজনৈতিক ইস্যুতে পরিণত করা যায় তার একটি নির্লজ্জ মহড়া হয়ে গেল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে। এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনার আগে একটি কথা স্মরণ করা প্রয়োজন– শিক্ষাঙ্গনে অশান্তি ও উচ্ছৃঙ্খলার জন্য কেবল ছাত্রছাত্রীরাই দায়ী নয়, এর জন্য শিক্ষকরাও দায়ী। নিজেদের স্বার্থে প্রয়োজন মত ছাত্রছাত্রীদের ব্যবহার এখন একটি

বিপজ্জনক দিক। ছাত্র রাজনীতি বন্ধের বিষয়টির সঙ্গে শিক্ষকদের রাজনীতি ও দলীয় সুবিধা নেয়ার বিষয়টিও বিবেচনা করা প্রয়োজন। কিছুদিন আগে ভিকারুননেছা গার্লস স্কুলের অধ্যক্ষা হামিদা আলীকে অবসর দেয়া হলে সেখানে ছাত্রীদেরকে তার পক্ষে মাঠে নামানো হয়। যদিও হামিদা আলীর এই অবসর প্রদান ছিল সরকারের যথার্থ সিদ্ধান্ত। দুর্নীতি ও অনিয়মের ঘটনা যদি সাধারণ ছাত্রীরা ভালোভাবে জানতেন তাহলে এই ছাত্রীরা হামিদা আলীর পক্ষে এভাবে মাঠে নামতেন না। এই ঘটনার কয়েকদিনের মাথায় ঘটলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শামসুন নাহার হলের ঘটনাটি। সেদিন যা ঘটেছিল– পরের দিনের সংবাদপত্রে বিষয়টি যেভাবে আসে। মেয়েদের হলে রাতে পুলিশ রেড দিয়েছে

এটাই গুরুত্ব পেয়েছে। এ বিষয়টির পাশাপাশি প্রকৃত ঘটনাসহ কেন পুলিশ হলে রেড দিতে বাধ্য হয়েছিল সেটাও সংবাদ মাধ্যমে আসা উচিত ছিল। ঐ দিন হলে যদি ব্যাপক খুন-খারাবি ঘটতো অথবা সনি হত্যার মত ঘটনা ঘটতো, তখন হয়ত বলা হতো এদের হাতে ছাত্রীরাও নিরাপদ নয়। সাথে সাথে পুলিশ ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে কিন্তু তখনও দোষারোপ করা হতো। শামসুন নাহার হলের আওয়ামীপন্থী শিক্ষিকা ও হল প্রভোস্টের ভূমিকার কারণেই হলের ছাত্রীদের মধ্যে সংঘাতমুখর পরিবেশ সৃষ্টি হয়। সংবাদপত্রে শুধু পুলিশের হলে প্রবেশটিকে ফলাও করা হয়েছে, এমনকি এ সংবাদ পরিবেশনে যথেষ্ট মিথ্যা ও উস্কানি ছিল।

ঐ দিন হলে যদি ব্যাপক খুন-খারাবি ঘটতো অথবা সনি হত্যার মত ঘটনা ঘটতো, তখন হয়ত বলা হতো এদের হাতে ছাত্রীরাও নিরাপদ নয়। সাথে সাথে পুলিশ ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে কিন্তু তখনও দোষারোপ করা হতো। শামসুন নাহার হলের আওয়ামীপন্থী শিক্ষিকা ও হল প্রভোস্টের ভূমিকার কারণেই হলের ছাত্রীদের মধ্যে সংঘাতমুখর পরিবেশ সৃষ্টি হয়।

সেদিন দু'জন পুলিশ কর্মকর্তার নেতৃত্বে মহিলা পুলিশরাই হলে ঢুকেছিল। অথচ ছড়িয়ে দেয়া হয়– পুরুষ পুলিশরা রাতে মেয়েদের হোস্টেলে ঢুকেছে। হলের চারজন হাউস টিউটরসহ অনেক ছাত্রীকে একটি কক্ষে জিম্মি রাখে যে ছাত্রীরা তারা কারা? হলের প্রভোস্টের এক্ষেত্রে ভূমিকা কি ছিল তা স্বচ্ছভাবে সংবাদ মাধ্যমে আসেনি। আর এই সুযোগটি সৃষ্টি করার পেছনে যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল, বিষয়টি যে পরিকল্পিত তা ঘটনার পরবর্তী পর্যায়ের দিকে লক্ষ্য করলেই বোঝা যায়। ক্যাম্পাসে উত্তেজনা ছড়ানো এবং ভিসির পদত্যাগ দাবীর বিষয়গুলো আসে কোন রাজনৈতিক অপশক্তির হাতছানিতেই। সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা বিষয়টি সম্পর্কে এতটা স্পষ্ট হতে পারেনি যে, এ ঘটনাটি কিভাবে, কারা, কেন সৃষ্টি করল।

ঘটনাটির সৃষ্টি যেখান থেকে, যারা তা সৃষ্টি করল, তাদের কথা না বলে এখন এসবের জন্য ভিসি আনোয়ারুল্লাহ চৌধুরীর পদত্যাগ দাবী করা হচ্ছে। আসলে এতেই বোঝা যায়, ঘটনাটি পরিকল্পিত এবং উদ্দেশ্যমূলক। রাতে মেয়েদের হলে কেন পুলিশ রেড দিল তা যেমন তদন্ত ও পর্যালোচনা করা দরকার, তেমনি যারা হলের ভেতর সংঘাত ও উত্তেজনা সৃষ্টি করেছে তাদের বিষয়টি পর্যালোচনা করা দরকার।

মুহাম্মদ আবদুল বাতেন